ফ্যাক্ট শীটঃ ধান চাষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আমন মৌসুমের জন্য

বন্যা কবলিত অঞ্চলে আমন মৌসুমে সাধারণত ধানের প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ বীজতলা এবং রোপণোত্তর কুশি গজানো অবস্থায় বন্যার কারণে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমতাবস্থায় নতুন করে চারা উৎপাদন এবং রোপণ করতে হয়, ফলে কৃষকদের খরচ বাড়ে, রোপণ বিলম্বিত হয় এবং ফলন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম হয়।

বন্যা কবলিত আমন ধানের জমি

বন্যায় কৃষকের করণীয়

- দেশের বিভিন্ন এলাকায় আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে যেখাননে রোপা আমন মৌসুমে ১২-১৬ দিনের বন্যায় জলমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে ব্রি ধান৫১ এবং ব্রি ধান৫২ চাষ করে সন্তষজনক ফলন পেতে পারে। (২নং মডিউলে ব্রি ধান ৫১ ও ব্রি ধান৫২ -এর ফ্যাক্ট শীট দেখুন)।

- বন্যার পর নতুন করে চারা রোপণের জন্য আলোক সংবেদনশীল জাত নির্বাচন করতে হবে। **বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান৩৭** এবং **ব্রি ধান৩৮** আলোক সংবেদনশীল জাত। **বিআর২২, বিআর২৩ ও ব্রি ধান৪৬**-এর ৩০-৫০ দিন বয়সের চারা সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি (ভাদ্রের শেষ) পর্যন্ত রোপণ করেও ভাল ফলন পাওয়া যায়। নাবী আমনের ক্ষেত্রে চারার বয়স ৪৫-৫০ দিন হলে ভাল হয়। ২ নং মডিউলে ফ্যাক্টশীট ৩৩, ৩৪ এবং ফ্যিাক্ট শীট ৪৭ দেখুন।

- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর কাদাময় সমতল জমিতে **বিআর১, বিআর১১, বিআর২২, বিআর২৩, নাইজারশাইল** ইত্যাদি জাতের অঙ্কুরিত বীজ ধান সরাসরি বপন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে (ভাদ্রের মাঝামাঝি) বপন সম্পন্ন করতে হবে।

- বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়া **বিআর১১, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৮** এবং **ব্রি ধান৩৯** জাতের ধান যদি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে না গিয়ে থাকে, তবে পানি চলে যাবার পর নতুন করে কুশি গজানোর শুরুতে পরিমিত ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করলে আবার ধান পুনরুদ্ধার হতে পারে এবং এতে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

- বন্যা কবলিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এমন ধানের জমি থেকে কুশি ভেঙ্গে এনে ক্ষতিগ্রস্ত জমিতে রোপণ করলেও ক্ষতি কিছুটা কমানো যেতে পারে।

- বন্যার কারণে আমন ধান রোপণে অতি বিলম্ব হলে (সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধে বা ভাদ্রের মধ্যে) বরং আগাম বোরো ধান চাষের চিন্তা করা ভাল। নভেম্বরের মাঝামাঝি (কার্তিকের শেষে) চারা করে বোরো চাষ করলে অধিক ফলন পাওয়া যাবে। এতে আমনের ক্ষয় ক্ষতিও বহুলাংশে পুষিয়ে নেয়া সম্ভব।

- বোরো মৌসুমে কেবল পরিপক্ক অবস্থায়ই ধান হঠাৎ বন্যা বা আগাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে অঙ্কুরিত বীজ **ড্রাম সীডার** (৫ নং মডিউলের শীট ১ দেখুন) দিয়ে সরাসরি বপন করলে অথবা হাতে ছিটিয়ে বপন করলে ধানের জীবনকাল ১০-১৫ দিন কমে আসে এবং বন্যার ক্ষতি থেকে বোরো ধান রক্ষা করা সম্ভব হয়।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd